|  |
| --- |
| **আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব**:

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্যাপিটাল মার্কেট, বীমা খাত এবং মাইক্রোক্রেডিট খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ বিভাগ পুঁজির পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং বিদ্যমান নীতি ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, (BMDF) এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রদত্ত বিদেশী ঋণ ও অন্যান্য সহায়তার যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে তদারকি করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বিভাগের অধীনস্ত বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী (BIA) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (BICM)  দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA)-এর সাথে সমন্বয়মূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:**

নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণ এবং নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নারীদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন এ বিভাগের অন্যতম কাজ।

**২.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার আইন, নীতি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনীর ক্ষেত্রে নারী উন্নয়ন ও নারী বান্ধব নীতির বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিশেষত কৃষি ও এসএমই খাতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহনের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

**৩.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/ কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**

* **ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার:** তৈরী পোশাক খাতের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ এ খাতের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা এএফডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কেএফডাব্লিউ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় Program to Support Safety Retrofits and Environmental Upgrades in the Bangladeshi Ready-Made Garment (RMG) Sector Project (SREUP)" নামে একটি প্রকল্প বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তৈরী পোশাক কারখানাসমূহের নিরাপত্তা, পরিবেশগত এবং সামাজিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক পোশাক শিল্প গড়ে তোলা যার ফলে এ খাতের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্পের অনলেন্ডিং ঋণ বাবদ ৪৬৫.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১৯ মে ২০২২ পর্যন্ত ১৫৮.২৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পোশাক কারখানার নিরাপত্তা ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য এ অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৯ টি কারখানার মধ্যে এ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। ফলে নিরাপদ ও উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির ফলে উক্ত কারখানাসমূহে কর্মরত ২২৫১৫ জন নারী উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে উপকৃত হচ্ছেন।

* **ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাদারিত্ব এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি:** মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান উপকারভোগী ১,২৩,৭২,৩৬৪ জন যার মধ্যে পুরুষ ১০,৫৯,৬৫৩ জন (৮.৫৬%) এবং নারী ১,১৩,১২,৭১১ জন (৯১.৪৪%)। এছাড়া বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২২-২৩ **অর্থবছরে আরো** ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন উপকারভোগী আর্থিক পরিসেবার আওতায় আসবে। এর ফলে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে, ক্রয় ক্ষমতা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে, কৃষি ও পশু-সম্পদ উন্নয়নসহ দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উপকারভোগী নারী ও পুরুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।
* **অধিকতর কার্যকর পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা:** বিআইসিএম তার সুচনা লগ্ন থেকেই নারী বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এবং সম্ভাব্য নারী বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলার জন্য নিয়মিত ভাবে ‘পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করে আসছে। অর্থনৈতিক মুক্তি নারী অগ্রগতির একটি বড় নিয়ামক। বাংলাদেশের নারীদের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ বিমুখ অথবা সঠিক বিনিয়োগ ধারণা সম্পর্কে অবগত নয়। এর ফলে দেশের নাগরিকদের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ শিক্ষার আলো থেকে দূরে রয়ে গিয়েছে। এই শিক্ষা ঘাটতি পূরণ করার লক্ষ্যেই বিআইসিএম একটি স্বতন্ত্র ‘নারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি’ গঠন করেছে যেখান থেকে নিয়মিত নারী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।
* **বীমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বীমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** বীমা শিল্পে জেন্ডারভিত্তিক পলিসি বৈচিত্রতা নিয়ে আসতে হবে। জেন্ডারভিত্তিক বীমা অন্তর্ভূক্তির জন্য বীমা ষ্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি বীমা খাতের অন্তর্ভুক্তি এবং বীমা সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা, সেমিনার/ওর্য়াকশপ আয়োজন সহ প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীতে কাজ করছে। একটি বীমা কোম্পানী নারীদের জন্য পৃথক বীমা পলিসি তৈরী করেছে।
* **উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান**: ঢাকা ও চট্ট্রগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সেকেন্ড স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি-২) এর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপেমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে ২৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণের একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলের আওতায় 21টি ব্যাংক ও 12টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্পটিতে এডিপিভূক্ত এবং এডিপি বহির্ভূত দু’টি কম্পোনেন্ট রয়েছে।
* ঢাকা ও চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বারে ২টি Incubation Centre স্থাপন, ১৪টি সেমিনার আয়োজন, ৪০০ জন নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ৮০০ জন এসএমই উদ্যোক্তা এবং ২০০ জন নারী উদ্যোক্তা লিডারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের তহবিল হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট 5459টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৭৪৯০৮.০০ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১০২ টি নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে মোট 208১9.85 লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করতে হবে। তন্মধ্যে, ১৫% ‘নারী উদ্যোক্তা’ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পখাতে মোট ১৩৬৫৩৭.৫৩ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, নারী উদ্যোক্তা খাতে মোট ১৭১৮৪.০৫ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।
* মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সদস্যের মধ্যে আনুমানিক ৮০% এর অধিক নারী সদস্য। সে প্রেক্ষাপটে, গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রায় ১৭০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও প্রায় ১৫০ হাজার কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ আদায় করা হয়। উক্ত সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন বা উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ২৪০ লক্ষ নারী ঋণ গ্রাহকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়।

**৪.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৪.১ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

| **মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা** | **২০20-২০২1** | **২০২1-২০২2** | **২০২2-২০২3** |
| --- | --- | --- | --- |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয় | 63 | 12 | 63 | 12 |  |  |
| বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমী | 26 | 5 | 26 | 5 |  |  |
| বাংলাদেশ ইন্সিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট | 49 | 13 | 49 | 13 |  |  |
| পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন | 389 | 45 | 389 | 45 |  |  |
| ‌সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন  | 987 | 107 | 987 | 107 |  |  |
| বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড | 26 | 02 | 26 | 02 |  |  |

**৪.২ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান**: ৮,৮১,৫৬৩ জন নারী এবং ৫,৮৫,২৫১ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৬৬,৮১৪ জন।

**৪.৩ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা (বিগত তিন বছরের জাতীয় বাজেট এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা**)**:** পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮০০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,১৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০৮ কোটি টাকা নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৫.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

* ২০২১-২২ অর্থবছরে ২,৬১,০৬০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৮০০ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৬২,০৮১ জন নারী উদ্যোক্তাকে ১১৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৫৪,৮৯৪ জন নারী উদ্যোক্তাকে ৬০৮ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
* ব্যাংকিং খাত সম্প্রসারণের ফলে নারী উদ্যোক্তারা অধিকতর ব্যাংকিং সেবার সুযোগ লাভ করবে, ফলে আত্মকর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজি বাজার কার্যকর হলে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, যার ফলে নারীদের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
* ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রামের আওতায় নারীদেরকে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিনিয়োগ শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কমিশন ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নারীদের কর্ম সংস্থান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
* বীমা শিক্ষা ও পেশায় নারীদের প্রবেশাধিকার ও সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণে আইনগত ও নীতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে;
* ৩৫০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত আপত্তিসমূহের ৭৮% নিষ্পত্তিকরণ;
* সনদের জন্য আবেদনকারী ৯১% প্রতিষ্ঠানের আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
* সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ৯৭% নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ;
* এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ক্ষুদ্রঋণ খাত সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ৩টি গবেষণা সম্পাদন;
* এমএফ-সিআইবি পাইলটিং সম্পন্নকরণ।

**৬.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১** **নারী ও প্রবাসীদের জন্য আমানত সেবা চালু:** মহিলা ও প্রবাসীদের আমানতকে উৎসাহিত করার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে নতুন আমানত প্রোডাক্ট যেমন ‘নারী আমানত’ এবং ‘প্রবাস’(প্রবাসী বাংলাদেশী সঞ্চয়) আমানত চালু করা হয়েছে।

**নতুন নারী উদ্যোক্তা ঋণ:** ২০২০-২১ অর্থবছরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ৬৬০ জন নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

**১০ টাকায় হিসাব খোলা:** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের দরিদ্র নারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষ, বর্গাচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের জন্য মাত্র ১০ টাকা জমা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রমালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে।

**কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় নারীদের অগ্রাধিকার:** টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অথনৈতিক উন্নয়নের মূলস্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করার জন্যও কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ নারী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে মোট ৬৪৩৭.৬৪ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

**সিএসএসএমইতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি:** নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক সুদহারে অর্থায়নে অগ্রাধিকার প্রদান এবং নারীদেরকে অধিক হারে সিএমএসএমই উদ্যোগে সম্পৃক্ত করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রমোশনাল প্রোগ্রাম পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

**নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বতন্ত্র ডেস্ক স্থাপন:** নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদানকল্পে নারীদের জন্য আলাদা ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিশ্চিত বা সম্প্রসারণ এবং এসএমই কার্যক্রমকে নারী-বান্ধব করার জন্য , প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

**নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ:** চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত “স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম”, “কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বল ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম” এবং “নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল” নামক তহবিল তিনটির আকার বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১৫০০ কোটি, ১৪০০ কোটি, এবং ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। “স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম” শুধুমাত্র সিএমএসএসই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তহবিলটির সুদ হার হ্রাস করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ০.৫ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। একইসাথে শেষোক্ত তহবিল ২টির সুদ হার হ্রাস করে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৩ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এর আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণকে প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফা হারের যোগফলের সমান বা এর চেয়ে কম হারে বিনিয়োগ প্রদান করছে।

**অন্যান্য:**

* ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ যথাসময়ে সমন্বয়/আদায়/ পরিশোধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক পর্যায়ের প্রত্যেককে ১% হারে সর্বমোট ২% প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। জুলাই ০১, ২০২১ তারিখ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।
* নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসসহ প্রধান কার্যালয়ে এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে “নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট” গঠন করা হয়েছে।
* নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ খাতের প্রায় ৯১% সদস্যই নারী। জুন, ২০০৯ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি ছিল ৪,৩৬৬ কোটি টাকা যা জুন, ২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৭,৩৯০ কোটি টাকায়।
* নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রদান, তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল শাখায় স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs’ Dedicated Desk/Help Desk স্থাপন করা হয়েছে।

৬.২ কেস স্টাডি বা সাফল্যগাঁথা:

|  |
| --- |
| **ছাগল পালনে সফল উদ্যোক্তা মেহেরপুরের কুলবারিয়া গ্রামের রহিমা বেগম**৩০ বছরের গৃহবধু রহিমা বেগম। ২০০০ সালের মার্চ মাসের কথা। স্বামী আজিজুল হক, এক ছেলে ও এক মেয়ের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে, দারিদ্র্য যেন পিছু ছাড়ছেই না। আজিজুল হক কি করবে ভেবে পায় না, রহিমাও না। তাঁরা উভয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক দারিদ্রের অভিশাপ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কি করবে এই নিয়েই পরিকল্পনা দুজনের। প্রতিবেশি একজনের পরামর্শে আজিজুল হককে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করলেন। কিন্তু বিদেশ যেতে টাকা প্রয়োজন হবে ১৭০,০০০/- (এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা)। এত টাকার সংস্থান কোথায়? উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন জমি বিক্রির। তারা ৪ বিঘা চাষের জমি বিক্রি করে টাকা যোগাড় করলেন। জমা দিলেন পাশের গ্রামের এক আদম বেপারিকে। টাকা জমা দেয়ার পর ২ মাস পার হলো- বিদেশ যাওয়ার কোন খবর হচ্ছে না। তাঁরা খোঁজ খবর নিচ্ছেন। একপর্যায়ে ৪ মাস পরে জানলেন যে তিনি যে রিক্রুটিং এজেন্ট কে টাকা জমা দিয়েছিলেন, সে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে গেছে। দুজনের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। রহিমা বেগম বাড়ির কিছু সম্পদ বিক্রি করে ৪,০০০/- টাকা যোগাড় করে- ২টি ছাগল কিনে ছাগল পালন শুরু করলেন। ছাগল পালনে এক বছর লাভ হলে অন্য বছর আবার লোকসান হচ্ছিল, কারণ কোন কোন বছর অধিকাংশ ছাগলই হঠাৎ করে নিউমোনিয়া, পিপিআর ইত্যাদি রোগে মারা যায়। এভাবে ছাগল পালনে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও খুব কমই স্বামীর কৃষি কাজের স্বল্প আয়ের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ২০১৫ সালে ‘ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালন’ প্রকল্পটি শুরু হলে তিনি এর সদস্য হন আগস্ট মাস থেকে। এ প্রকল্প থেকে তিনি মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পান। ছাগল পালনের জন্য এক বিদেশী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে নতুন উদ্যোগে ছাগল পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ছাগলের সংখ্যা ২৮ টি। গত কোরবানীর সময় তিনি ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকায় ১২ টি ছাগল বিক্রি করেছেন। এর মধ্যে তিনি দুটি পাঁঠা বিক্রি করেছেন ৬২,০০০/- (বাষট্টি হাজার) টাকায়। তিনি জানান যে, একটি সুঠাম, সুন্দর বড় আকারের পাঁঠার মূল্য ছাগল ও খাসী অপেক্ষা দুই থেকে তিন গুণ বেশি। পাঠাগুলো মূলতঃ হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে বলি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনি এ কারণে পাঁঠা পালনে বিশেষ আগ্রহী। তিনি অন্যদেরকেও উচ্চ মূল্যের কারণে পাঁঠা পালনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও এর ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ পাবার পর তার খামারে ছাগলের মৃত্যু হয়নি বললেই চলে। ব্যবস্থাপনাও আগের তুলনায় সাশ্রয়ী ও সহজ হয়েছে, উল্লেখযোগ্য পরিমানে তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে ছাগল বিক্রি বাবদ আয় হতে ৪ বিঘা জমিও ক্রয় করেছেন। বাড়ির সংস্কার কাজ করিয়েছেন ও ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছেন। তিনি এক বিদেশী সংস্থার ঋণ সদস্য হলেও এখন তার ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই। রহিমা বেগম ‘ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালনে’ একজন সফল উদ্যোক্তা। |

**৭.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের লক্ষ্যে পুন:অর্থায়ন প্রকল্পসমূহে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;
* নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উইমেন চেম্বারসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
* পুঁজি বাজার কার্যকর হলে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, যার ফলে নারীদের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
* নারীদেরকে ভবিষ্যতে সঞ্চয়, নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে এবং বীমা শিল্পে লিঙ্গ ভিত্তিক পলিসি বৈচিত্রতা নিয়ে আসা;
* নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃজন এবং নারীদের আর্থিক ও কারিগরী অভিগম্যতা এবং আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা; এবং
* পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বাধীন পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রত্যেক স্টকব্রকারে নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ট্রেডিং এর জন্য আলাদা ওয়ার্কস্টেশন এর ব্যবস্থা করা ও নারীদের জন্য পুঁজিবাজারে পৃথক প্রোডাক্ট চালু করা যেতে পারে। নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশের এর উপর করছাড় এর সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।